# সুনান আদ-দারেমী (হাদিসবিডি)

হাদিস নাম্বারঃ ২২৮

ভূমিকা (المقدمة)

পরিচ্ছেদঃ ২৪. আলিমগণের অনুসরণ

## بَابُ الِاقْتِدَاءِ بِالْعُلَمَاءِ

আরবী

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي خَلِيفَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ زِيَادَ بْنَ مِخْرَاقٍ ذَكَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ وَأَبَا مُوسَى إِلَى الْيَمَنِ، قَالَ: «تَسَانَدَا، وَتَطَاوَعَا، ويسِّرا وَلَا تُنَفِّرَا» فَقَدِمَا الْيَمَنَ، فَخَطَبَ النَّاسَ مُعَاذٌ فَحَضَّهُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَأَمَرَهُمْ بِالتَّفَقُّهِ فِي القرْآنِ، وَقَالَ: إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ، فَاسْأَلُونِي أُخْبِرْكُمْ عَنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَمَكَثُوا مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَمْكُثُوا، فَقَالُوا لِمُعَاذٍ: قَدْ كُنْتَ أَمَرْتَنَا إِذَا نَحْنُ تَفَقَّهْنَا، وَقَرَأْنَا أَنْ نَسْأَلَكَ فَتُخْبِرَنَا بِأَهْلِ الْجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ. فَقَالَ لَهُمْ مُعَاذٌ: إِذَا ذُكِرَ الرَّجُلُ بِخَيْرٍ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِذَا ذُكِرَ بِشَرٍّ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ

إسناده ضعيف لانقطاعه: زياد بن مخراق لم يسمع من ابن عمر فيما نعلم

বাংলা

২২৮. আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুয়ায ইবনু জাবাল ও আবু মুসা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমাকে ইয়ামানে পাঠানোর সময় বললেন: “তোমরা একে অপরের ওপর নির্ভর করবে/সহযোগিতা করবে এবং একে অপরের কথা মান্য করবে এবং তোমরা মানুষকে সুসংবাদ দান করবে, আর তাদেরকে ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দিবে না।” তারপর তারা দু’জন ইয়ামানে পৌঁছলেন। এরপর মুয়ায রাদিয়াল্লাহু আনহু লোকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দিলেন, তাদেরকে ইসলামের প্রতি উৎসাহিত করলেন আর তাদেরকে কুরআন সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জনের জন্য নির্দেশ দিলেন। তিনি আরও বললেন: ’যখন তোমরা এটি করবে, তখন আমার নিকট জানতে চাইলে আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব, কারা জান্নাতের অধিবাসী ও কারা জাহান্নামের অধিবাসী। তারপর আল্লাহ যতক্ষণ চাইলেন, তারা অপেক্ষা করল। তারপর তারা মুয়াযকে বলল,

আপনি আমাদেরকে আদেশ করেছিলেন, যখন আমরা ফিকহ (পাণ্ডিত্য) অর্জন করব এবং পড়ব, তখন আমরা যেন আপনার নিকট জানতে চাই, ফলে আপনি আমাদেরকে বলে দেবেন যে, কারা জান্নাতের অধিবাসী ও কারা জাহান্নামের অধিবাসী। তখন মুয়ায তাদেরকে বললেন: কোন লোক যখন কল্যাণকর কথা আলোচনা করে, তখন তোমরা বুঝে নেবে যে, সে জান্নাতের অধিবাসী। আর যখন সে অকল্যাণকর বিষয়ে আলোচনা করবে, তখন তোমরা বুঝে নেবে যে, সে জাহান্নামের অধিবাসী।’[1]

## ফুটনোট

[1] তাহক্বীক্ব: এর সনদ যয়ীফ ‘ইনকিতা’ বা বিচ্ছিন্নতার কারণে। যিয়াদ্ বিন মাখরাখ ইবনু উমার হতে কিছু শোনেননি। আল্লাহই ভাল জানেন। (তবে এর মারফু’ অংশটুকুর সহীহ শাহেদের কারণে সেটুকু সহীহ। দেখুন, তাখরীজ)

তাখরীজ: মাজমাউয যাওয়াইদ নং ৭৬৫ এ বিস্তারিত তাখরীজ দেখুন।

আর এর মারফু’ অংশের শাহিদ হাদীস রয়েছে আবু মুসা হতে বর্ণিত হয়েছে, যা সহীহ। যা আমরা মুসনাদের আবু ইয়ালা’র ৭৩১৯ নং এর তাখরীজে বিস্তারিত জানিয়েছি। আবার আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে এর শাহিদ বর্ণিত হয়েছে, যার বিস্তারিত তাখরীজ আমরা করেছি মুসনাদে মাউসিলী নং ৪১৭২ -এ।

হাদিসের মান: সহিহ/যঈফ [মিশ্রিত] পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিসবিডি

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=69539

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন